কৃষিই সমৃদ্ধি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়
www.moa.gov.bd

স্মারক নং-১২.০৯৭.০২২.০২.১৭.০৮২.২০০৪-২৮০ **তারিখ ঃ ২২-০৬-২০১৫ খ্রিঃ**

বিষয় ঃ সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ।

গত ১৪-০৬-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে জনাব শ্যামল কান্তি ঘোষ, সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয় মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উদ্ভিদজাত ও কৃষক অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০১৫ এর উপর পুনঃমতামত ও অধিকতর পরীক্ষা-নিরীক্ষা সংক্রান্ত সভার কার্যবিবরণী অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি ঃ ক) কার্যবিবরণী
খ) উপস্থিতির তালিকা (পরিশিষ্ট-ক)

(মোঃ আজিম উদ্দিন)
প্রধান বীজতত্ত্ববিদ
ফোন/ফ্যাক্স ঃ ৯৫৪০২৩৮
E-mail: azimseed@gmail.com

কার্যার্থে বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) ঃ

০১। চেয়ারম্যান, বিএডিসি, কৃষি ভবন, ৪৯-৫১ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০
০২। নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫
০৩। মহা-পরিচালক, ডিএই, খামারবাড়ী, ঢাকা -১২১৫
০৪। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর-১৭০১
০৫। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর-১৭০১
০৬। মহাপরিচালক, বিনা, বাকৃবি চত্বর, ময়মনসিংহ-২২০০
০৭। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঈশ্বরদি, পাবনা-৬৬২০
০৮। পরিচালক, উদ্ভিদ সংগনিরোধ উইং, ডিএই, খামারবাড়ী, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫
০৯। পরিচালক, উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং, ডিএই, খামারবাড়ী, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫
১০। পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ণ এজেন্সি, জয়দেবপুর, গাজীপুর
১১। ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, প্রকল্প-পরিচালক, এনএটিপি, বিএআরসি কমপ্লেক্স, ফার্মগেট, ঢাকা
১২। প্রফেসর ড. লুৎফুর রহমান, হাউজ # ০৯, রোড# ১৫, সেকশন-১২, উত্তরা-১২৩০
১৩। প্রফেসর ড. শহিদুর রশীদ ভূইয়া, প্রো-ভিসি, শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, আগারগাঁও, ঢাকা
১৪। সদস্য-পরিচালক (শস্য), বিএআরসি, ফার্মগেট, ঢাকা।
১৫। ড. মোঃ নজমুল হুদা, সীড সাপ্লাই এন্ড মনিটরিং এক্সপার্ট, মাবীসবৃ প্রকল্প, পিএমইউ, সেচভবন, ঢাকা
১৬। ড. মোঃ আমজাদ হোসেন, সিএসও, প্লান্ট জেনেটিক রিসোর্সেস সেন্টার, বারি, গাজীপুর
১৭। সভাপতি, বাংলাদেশ সীড এসোসিয়েশন ও চেয়ারম্যান, এসিআই লিঃ, এসিআই সেন্টার, ২৪৫ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮
১৮। সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ সীড এসোসিয়েশন, ১৪৫ সিদ্দিক বাজার, ঢাকা।

অবগতি ও সদয় কার্যার্থে অনুলিপি ঃ

০১। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০২। প্রোগ্রামার, আইসিটি শাখা, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা **(কার্যবিবরণীটি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)**।
০৩। মহাপরিচালক, বীজ উইং মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৪। অফিস কপি/মাস্টার ফাইল।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি মন্ত্রণালয়
বীজ উইং
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

বিষয় : উদ্ভিদ জাত ও কৃষক অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০১৫ এর উপর পুন:মতামত ও অধিকতর পরীক্ষা-নিরীক্ষা সংক্রান্ত সভার কার্যবিবরণী।

গত ১৪/০৬/১৫ খ্রিঃ তারিখ বেলা ২:৩০ ঘটিকায় উদ্ভিদ জাত ও কৃষক অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০১৫ এর উপর পুন:মতামত ও অধিকতর পরীক্ষা-নিরীক্ষা সংক্রান্ত সভা কৃষি সচিব জনাব শ্যামল কান্তি ঘোষ এর সভাপতিত্বে মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিতির তালিকা **পরিশিষ্ট-ক-তে** দেখান হলো।

০২। সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভা শুরু করেন এবং এ সভার প্রেক্ষাপট সম্পর্কে বলার জন্য অতিরিক্ত সচিব ও মহা-পরিচালক, বীজ উইং জনাব আনোয়ার ফারক-কে অনুরোধ করেন। মহা-পরিচালক, বীজ উইং বলেন যে, বাংলাদেশ ১৯৯৫ সনে WTO এর সদস্য ভূক্ত হয়েছে। TRIPS Agreement এর রীতি অনুযায়ী ২০০৫ সনের মধ্যে উদ্ভিদজাত ও কৃষক অধিকার সংরক্ষণ আইনটি প্রণয়নের বাধ্যবাধকতা ছিল। বাংলাদেশের উপযোগী করে "Plant Variety and Farmers Rights Protection Act" প্রণয়ন করার জন্য সর্বপ্রথম জানুয়ারী, ২০০২ সালে ডঃ মোঃ লুৎফর রহমান, প্রফেসর, বিএইউ-কে সভাপতি করে ৬ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটির মাধ্যমে প্রণীত খসড়া আইনটি একাধিকবার সংশোধন ও পরিমার্জনের পর ২১-১০-২০০৪ ও ১৯-৫-২০০৫ তারিখে অনুষ্ঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী খসড়াটি চুড়ান্ত করা হয়।

০৩। প্রস্তাবিত আইনে "উদ্ভিদ জাত ও কৃষক অধিকার সংরক্ষণ কর্তৃপক্ষ" গঠনের প্রস্তাব থাকায় খসড়াটি মন্ত্রিপরিষদ সভায় উপস্থাপনের পূর্বে প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির সুপারিশ প্রয়োজন বিধায় খসড়া আইনটি বিগত ২৬-০১-০৬, ০৮-১০-২০০৬ ও ২২-১০-২০০৭ তারিখের প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির সভায় পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক "উদ্ভিদ জাত ও কৃষক অধিকার সংরক্ষণ কর্তৃপক্ষ" গঠনের প্রস্তাব অনুমোদিত হয়।

০৪। পরবর্তীতে গত ৩০/১২/২০০৭ তারিখে অনুষ্ঠিত উপদেষ্টা পরিষদ বৈঠকে প্রস্তাবিত উদ্ভিদ জাত ও কৃষক অধিকার সংরক্ষণ অধ্যাদেশ, ২০০৭ দিকনির্দেশনাসহ নীতিগতভাবে অনুমোদিত হয়। উক্ত দিক নির্দেশনায় " প্রস্তাবিত অধ্যাদেশের ৩ অনুচ্ছেদে বর্ণিত উদ্ভিদজাত ও কৃষক অধিকার সংরক্ষণ কর্তৃপক্ষ গঠনের প্রস্তাব করা হয়েছে। উক্ত কর্তৃপক্ষ গঠন না করে জাতীয় বীজ বোর্ডকে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সম্পাদনের জন্য প্রস্তাবিত দায়িত্ব প্রদান করা সমীচীন হবে। এতদবিষয়ে প্রতিবেশী দেশসমূহে অনুসৃত পদ্ধতিসমূহ (best practise) পর্যালোচনা করে দেখা সমীচীন হবে। সংসদ ভাঙ্গিয়া যাইবার প্রেক্ষিতে প্রস্তাবিত আইনটি অধ্যাদেশের অবয়বে পুনর্গঠন করা সমীচীন হবে"।

০৫। আত:পর গত ৩০-০৪-২০০৮ খ্রি: তারিখে আইনটি ভেটিং এর জন্য আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হলে কতিপয় Observations-সহ ফেরত পাঠায়। আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় মনে করে যে, (ক) গত ৩০/১২/২০০৭ তারিখে অনুষ্ঠিত উপদেষ্টা পরিষদ বৈঠকের Observation -এ " কর্তৃপক্ষ গঠন না করে জাতীয় বীজ বোর্ডকে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সম্পাদনের জন্য প্রস্তাবিত দায়িত্ব প্রদান করা সমীচীন হবে" এ মর্মে উল্লেখ থাকায় কৃষি মন্ত্রণালয়ের "জাতীয় বীজ বোর্ডই" প্রস্তাবিত আইনের কর্তৃপক্ষের কার্যাবলী সম্পাদন করবে। (খ) অন্যদিকে প্রস্তাবিত আইনে পৃথক কর্তৃপক্ষের provision রাখতে চাইলে পুনরায় উপদেষ্টা পরিষদ বৈঠকে নীতিগত অনুমোদনের প্রয়োজন হবে।

৬। সর্বশেষ উদ্ভিদ জাত ও কৃষক অধিকার সংরক্ষণ আইন এর খসড়াটি মন্ত্রিসভায় নীতিগত অনুমোদনের অভিপ্রায়ে গত ১৩/০৩/১৩ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হলে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ হতে কয়েকটি পর্যবেক্ষণসহ ফেরত প্রদান করে ঃ " প্রস্তাবিত আইনের বিষয়ে বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকার কর্তৃক কার্যক্রম গ্রহণের পর দীর্ঘসময় অতিবাহিত হয়েছে। বর্তমান নির্বাচিত সরকার দায়িত্বভার গ্রহণ করায় ইহার বিষয়ে সকল স্টেকহোল্ডার এবং অর্থ বিভাগ ও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগের মতামত নতুনভাবে গ্রহণ করা সমীচীন হবে। গৃহীত মতামতের আলোকে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সংশোধন/সংযোজন করে আইনের খসড়াটি প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির সুপারিশ গ্রহণের নিমিত্ত উপস্থাপন করা সমীচীন হবে "।

০৭। পরবর্তীতে গত ১৮/০৮/২০১৩ এবং ০৪/০৯/১৪ তারিখ বর্ণিত খসড়া আইনের উপর আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং স্টেকহোল্ডারদের বর্নিত খসড়া আইনের উপর মতামত প্রদানের জন্য পত্র দ্বারা অনুরোধ জানানো হয়। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও অর্থ মন্ত্রণালয়সহ বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের নিকট থেকে মতামত পাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে প্রাপ্ত মতামত প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সংযোজন, বিয়োজন ও প্রতিস্থাপন করে খসড়া আইনটি পরিমার্জন করা হয়েছে।

০৮। এপর্যায়ে সভাপতি সভায় বলেন যে, উদ্ভিদ জাত ও কৃষক অধিকার সংরক্ষণ আইনটির বিষয়ে কারও কোন মতামত থাকলে তা সভায় উপস্থাপন করা যেতে পারে। সভায় বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর প্রতিনিধি বলেন যে, ধারা-১ এ কৃষকের সংগা (ঝ) এর (৩) এ যে পরিবর্তন আনা হয়েছে তা বাদ দিয়ে পূর্বের খসড়ায় যেরূপ রয়েছে সেরূপ থাকলেই বরং যুক্তিযুক্ত হবে। সদস্য পরিচালক (শস্য), বিএআরআসি বলেন, প্রস্তাবিত খসড়ায় বানানের অসংগতি সংশোধন করেছেন। সভায় আলোচনা হয় যে, প্রফেসর ড. মোঃ শহীদুর রশীদ ভূঁইয়া, প্রো ভাইস-চ্যান্সেলর, শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এর নিকট থেকে যে মতামত পাওয়া গেছে তা খসড়া আইনটিতে সংযোজন করা যেতে পারে।

০৯। জনাব সৈয়দ কামরুল হক, সহকারী বীজতত্ত্ববিদ, বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয় সভায় প্রস্তাবিত খসড়া আইনে অর্থ মন্ত্রণালয়ের সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে পৃথক ধারা (অনুচ্ছেদ) সংযোজনের ক্ষেত্রে প্রফেসর ড. মোঃ শহীদুর রশীদ ভূঁইয়া, প্রো ভাইস-চ্যান্সেলর, শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এর দৃষ্টি আকর্ষন করলে প্রফেসর ড. মোঃ শহীদুর রশীদ ভূঁইয়া বলেন যে, খসড়া আইনের ২১ নং ধারায় জিন তহবিল বিষয়টি পূর্বের খসড়ায় যেভাবে ছিল নতুন খসড়ায় সেভাবে থাকবে এবং "কর্তৃপক্ষ" এর বেতন ভাতা/ব্যয় নির্বাহ সংক্রান্ত অর্থ মন্ত্রণালয়ের সুপরিশমালা "জিন তহবিল"-এর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয় বিধায় অর্থ মন্ত্রণালয়ের সুপরিশমালা পৃথক একটি ধারার মধ্যে সন্নিবেশ করা যুক্তিযুক্ত। সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়ঃ

সিদ্ধান্ত ঃ

(১) প্রস্তাবিত আইনটির সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য একটি পৃথক কর্তৃপক্ষ থাকা প্রয়োজন। তাছাড়া প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটিতে উদ্ভিদজাত ও কৃষক অধিকার সংরক্ষণ কর্তৃপক্ষ গঠনের বিষয়টি পূর্বে একবার অনুমোদিত হওয়ায় প্রস্তাবিত আইনটিতে পৃথক কর্তৃপক্ষ থাকা যুক্তিযুক্ত।

(২) অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে অর্থ এবং বাজেট সংক্রান্ত যে সুপরিশমালা পাওয়া গেছে তা প্রস্তাবিত খসড়া আইনে একটি নতুন ধারা সংযোজনপূর্বক অন্তর্ভূক্ত করতে হবে। এ বিষয়ে ড. মোঃ শহীদুর রশীদ ভূঁইয়া, প্রো ভাইস-চ্যান্সেলর, শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করবেন।

(৩) প্রস্তাবিত আইনের বিষয়ে কারও কোন মতামত থাকলে আগামী ৩ (তিন) দিনের মধ্যে তা কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা। পরবর্তী কার্যক্রম হিসেবে যত দ্রুত সম্ভব প্রস্তাবিত খসড়া আইনটি প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটিতে উপস্থাপন করতে হবে।

সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভা সমাপ্ত ঘোষণা করেন।

(শ্যামল কান্তি ঘোষ)
সচিব
কৃষি মন্ত্রণালয়।